রঙধনু'র বর্ণাঢ্য পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

কর্ণফুলী রিপোর্ট

গত শনিবার, ২৪ এপ্রিল, সন্ধ্যে সাতটায় সিডনী মহানগরে অবস্থিত 'লিটেল বাংলাদেশ' নামে খ্যাত ল্যাকেম্বা আবাসিক এলাকার একটি সুবৃহৎ হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রঙধনু'র পুরষ্কার বিতরণী ও পুর্নমিলনী অনুষ্ঠান। রঙধনু [অজবাংলা কালচারাল ইনিষ্টিটিউট] এর জন্ম বেশী দিন হয়নি। তবুও এর মাঝে প্রশংসা করার মত সিডনীতে তারা বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নিয়েছে। গতবছর পর পর দুবার তারা বৃহতাকারে শিশুমেলা নামে প্রবাসী বাংলাদেশীদের একটি গনজমায়েত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতি ছিল বৈরী, যার ফলে তাদের ঐ সাহসী উদ্যোগ তেমন কোন সফলতা পায়নি। আয়োজকদের চেয়ে দর্শনার্থীরা হতাশ হয়েছিলেন বেশি। রঙধনু'র জন্মলগ্ন থেকেই সততা, দক্ষতা ও কল্যানমুলক প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশেষ করে উক্ত সংগঠনের কর্মকর্তা আবদুল মোতালেব (সভাপতি), চলতি বছরে বিশিষ্ঠ অষ্ট্রেলিয়ান নাগরিক পদকে ভুষিত জামিল হোসাইন (সাঃ সম্পাদক), শামসুজ্জামান শামিম, সাইন্টিস্ট আবদুল ওহাব মিয়া এবং বাংলাদেশ টি.ভি'র বিশিষ্ঠ শিল্পী আয়েশা সকলেই নিজ নিজ দায়ীত্ব ও কর্তব্যের প্রতি সদা সচেতন। গত শনিবারের সন্ধ্যায় মুলত তাদের মেলায় যেসকল শিশুরা বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় বিজয়ী হয়েছে এবং প্রবাসী সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যে গুনী শিল্পীরা অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরন করা হয়। তার পাশাপাশি মেলাতে তাদের নিজস্ব ভুল-ত্রুটি নিয়েও কিছু আলোচনা হয়। তবে মেলা কেন ব্যার্থ হয়েছে সে বিষয়ে কোন কথা ওঠেনি, কারন ঈশ্বরের ক্ষমতার উপর কিছু নেই। প্রকৃতি বৈরী হলে জগতে কারো ক্ষমতা নেই কিছু করার। যে হাল হয়েছিল মাইকেল জ্যাকসনের ঘোষিত লন্ডনের 'দিস্ ইজ ইট' কনসার্টে। আট মিলিয়ন ডলারের টিকেট মুহুর্তে বিক্রি হয়ে যায়, সকল আয়োজন সম্পন্ন করেও আয়োজকরা মাইকেলকে দিয়ে তাদের শো'টি চালাতে পারেনি তার আকস্মিক মৃত্যুর কারনে। গত মেলা আয়োজনে রঙধনু'র অবস্থাও হয়েছিল তদ্রুপ। তবে তারা ভেঙ্গে পড়েননি এবং বলেছেন অদুর ভবিষ্যতে তারা পরবর্তি মেলা আরো ব্যাপকভাবে আয়োজন করবেন।

পুরষ্কার বিতরণী মঞ্চে (বাঁ থেকে) রঙধনু সংগঠনের সাঃ সম্পাদক এবং ২০১০ সনের নির্বাচিত বিশিষ্ঠ অষ্ট্রেলিয়ান নাগরিক জামিল হোসাইন, সভাপতি সস্ত্রীক আবদুল মোতালেব, সাংস্কৃতিক সম্পাদীকা বিশিষ্ঠ টি.ভি অভিনেত্রী ও অনুষ্ঠানের উপস্থাপিকা আয়েশা। [অনুষ্ঠানের বাকি ছবি দেখতে এখানে টোকা মারুন]

রঙধনুর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী কমিউনিটির বেশ কিছু মিডিয়া ব্যক্তিত্ব সেদিন উপস্থিত ছিল। চতুর একজন পরিবহন শ্রমিক যিনি মুরগী মাসুদ নামে সদা পরিচিত এবং সম্প্রতি তিনি একটি মামলায় নিজ দোষ স্বীকার করে আদালতের রায় করজোড়ে মাথা পেতে নিয়েছিলেন তিনি মিডিয়া ব্যক্তিদের উপস্থিতি দেখে অনুষ্ঠান থেকে দ্রুত সটকে পড়েন। বড় আশা করে সপরিবারে তিনি অনুষ্ঠানে এসেছিলেন কিছু বলবেন বলে, নিরীহ কিছু সহজ-সরল ব্যক্তিকে পুনরায় বোকা বানাবেন বলে, কিন্তু দুর্ভাগ্য তিনি চলে গেলেন, সবার অগোচরে। ল্যাকেম্বা এলাকায় 'ইনভেষ্টম্যান্ট প্রপাটি' হিসেবে নিজের একটি বাড়ী আছে বলে দীর্ঘদিন যে মিথ্যা দাবী তিনি করতেন এবং সিডনী মহানগরের বাইরে অবস্থিত সুদুর ক্যাম্বেলটাউন এলাকা থেকে জনসেবা'র নামে যে 'ধান্দালী' করতে অহরহ তিনি ল্যাকেম্বায় আসতেন তা

ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর 'মুরগী' যেকোন মিডিয়াকে এখন এড়িয়ে চলেন। তাহলে ল্যাকেম্বায় এখনো কেন আসেন জানতে চাইলে 'মুরগী' বলেন, 'আমি যে মালিকের ট্যাক্সি চালাই তিনি ল্যাকেম্বায় থাকেন, তাই মালিককে মাঝে সাঝে সপরিবারে দেখতে আসি। আর তাছাড়া যে হোমিওপ্যাথী ডাক্তারের মাধ্যমে আমার চুলের চিকিৎসা করি তিনিও ল্যাকেম্বায় থাকেন।' স্বাধীন দেশের একজন স্বাধীন নাগরিকের সকল অধিকার আছে তা সত্যি এবং দেশের অভ্যান্তরে যেকোন স্থানে তার চলাফেরার অধিকার আছে। পেশা বা চিকিৎসা তা যে কারনেই হউকনা কেন। তাহলে ল্যাকেম্বাতে তার আসতে কেন বাধা থাকবে! তবে নিষ্ঠুর-কঞ্জুস, সুবিধাবাদী, কপট ও স্থুলমেধা সম্পন্ন এশ্রেনীর ব্যক্তিদের কারনে কিছু বাংলাদেশী সংগঠনের আজ বড় দুর্দিন।

রঙধনু'র উক্ত অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরনী পর আগত অতিথি এবং তাদের সাথীদের জন্যে নৈশভোজ পরিবেশন করা হয়। সভাপতি আব্দুল মোতালেব এবং সাঃ সম্পাদক জামিল হোসাইন উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অতপর প্রায় মধ্যরাত অবধি চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সুন্দরী ঝিনুক ও লিজার যৌথ উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি ছিল প্রানবন্ত ও সাবলীল। বিভিন্ন ধরনের গানে শিল্পীরা মুগ্ধ করেছেন এবং স্মরণীয় করেছেন রঙধনুর উক্ত আয়োজনকে। রঙধনু তার ভবিষ্যৎ কর্মকান্ড ও জনসেবার মাঝে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে অবদান রাখতে পারবেন বলে উপস্থিত সকলে আশাবাদী। সম্প্রতি তাদের প্রচেষ্ঠায় সিডনীর বাংলাদেশীদের ইতিহাসে এবারই প্রথম অষ্ট্রেলিয়ান কোন লাইব্রেরীতে বাংলাভাষীদের জন্যে সরকারীভাবে প্রচুর বাংলা বই আমদানী করার জন্যে পদক্ষেপ নেয়া হয়। ক্যান্টারবারী কাউন্সিলের মেয়র উক্ত বিষয়ে রঙধনু সংগঠনের কর্মকর্তাদের ভুয়সী প্রশংসা করেন। তাদের কাউন্সিলের অর্ন্তভুক্ত তিনটি লাইব্রেরীতে এখন প্রচুর বাংলাভাষী বই দেখা যায়, আগামীতে আরো বই আসছে বলে রঙধনু'র কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। রঙধনু'র নুতন শ্লোগান, 'আসুন প্রবাসে একখন্ড বাংলাদেশ গড়ি' সকলের হৃদয় ছুঁয়েছে।

কর্ণফূলী রিপোর্ট

অনুষ্ঠানের বিস্তারিত ছবি দেখতে এখানে আরেকটা টোকা মারুন